unesco
The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন (বিএনসিইউ)

টেলিফোনঃ +৮৮-২২২৬৬৬৪৮০১, +৮৮-২২২৬৬৬৪৮০৫
ওয়েবসাইটঃ www.bncu.gov.bd
ইমেইলঃ natcombd@yahoo.com

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট
শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরণি, ১/ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০

তারিখ: ২২/০২/২০২৪ খ্রি:

প্রেস রিলিজ

আজ (বৃহস্পতিবার) অপরাহ্ণ ০২.০০ ঘটিকায় ঢাকার পলাশী-নীলক্ষেতস্থ বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস) কনফারেন্স রুমে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন (বিএনসিইউ)-এর উদ্যোগে "Include Ocean Literacy in school curricula by 2025 as a part of the Education for Sustainable Development" শীর্ষক একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মতবিনিময় সভায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী এবং বিএনসিইউ'র চেয়ারম্যান জনাব মহিবুল হাসান চৌধুরী, এম.পি. প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব গোলাম মোঃ হাসিবুল আলম, সিনিয়র সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সামুদ্রিক বিষয় ইউনিটের সচিব রিয়ার এডমিরাল জনাব মোঃ খুরশেদ আলম, বিএন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব খালেদা আক্তার বর্ণিত সভায় সভাপতিত্ব করেন। বিএনসিইউ-এর ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল জনাব জুবাইদা মান্নান সভার শুরুতে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তা ও প্রতিনিধিগণ এ মতবিনিময় সভায় মতামত প্রদান করেন।

শিক্ষামন্ত্রী এবং বিএনসিইউ'র চেয়ারম্যান জনাব মহিবুল হাসান চৌধুরী, এম.পি. বলেন, বিগত ২০১৫ সালে জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই লক্ষ্যমাত্রার ১৪ নম্বর লক্ষ্যটি যথাঃ"Life Below Water" যার অফিসিয়াল পরিভাষা "Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development"—টি যথাযথভবে অর্জনের জন্য শুধু আমরা যারা প্রাপ্তবয়স্ক তারাই নয় আজকে যারা শিশু তাদেরকেও সমানভাবে সচেতন করে তুলতে হবে। কারণ তারা আমাদের ভবিষ্যত। তাদের সচেতন করার সবচেয়ে সহজ ও সুন্দর উপায় হচ্ছে স্কুল পাঠ্যসূচিতে সাগর বিষয়ক তথ্য সংযোজন করে সাগরের সাথে তাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া। আরেকটি কথা আমাদের মনে রাখতে হবে প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার চেয়েও বেশি জরুরি প্রতিষ্ঠানের মান ও সক্ষমতা বৃদ্ধি। মান ও সক্ষমতা বৃদ্ধির একমাত্র হাতিয়ার হচ্ছে শিক্ষা। ভবিষ্যত প্রজন্মকে Ocean Literacy-এর মাধ্যমে সাগর সম্ভন্ধে সামক্য জ্ঞান দিয়ে সামুদ্রিক সম্পদ সংরক্ষণ, মৎস্য বৈচিত্র্য পুনরুদ্ধার এবং টেকসই নিশ্চিতকরণের সঙ্গে সঙ্গে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব।

অনুষ্ঠানের সভাপতি বলেন, অনেক রক্তের বিনিময়ে ১৯৭১ সালে ১ লক্ষ ৪৭ হাজার ৫৭০ বর্গ কিলোমিটার সবুজ-শ্যামল ভূখণ্ডের ওপর আমাদের সার্বভৌমত্ব অর্জিত হয়েছিল। স্বাধীনতার ৪১ বছর পর বাংলাদেশের মূল ভূখণ্ডের প্রায় সমপরিমাণ ১ লক্ষ ১১ হাজার বর্গ কিলোমিটার সমুদ্রবক্ষের ওপর আমাদের সার্বভৌমত্ব অর্জিত হয়েছে।বঙ্গোপসাগরের জলরাশি এবং এর তলদেশের নানাবিধ সম্পদ দারিদ্র্য বিমোচন ও দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক মুক্তিতে বাংলাদেশের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে যুগান্তকারী ভূমিকা রাখতে পারবে তখনই যদি আমরা নবীন নবীন সাগর বিশেষজ্ঞ, বিজ্ঞানী, গবেষক, নীতিনির্ধারক সর্বপরি টেকসই সাগর বিষয়ে সচেতন নাগরিক গড়ে তুলতে পারি। এখন আমাদের যেটা অর্জন করতে হবে তা হলো একটি সুশিক্ষিত প্রজন্ম তৈরী করা যারা সাগরকে টেকসই এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে ব্যবহার করবে। এজন্য সাগর বিষয়ক পাঠ্যক্রম তাদের বইয়ে অন্তর্ভুক্ত করা জরুরি। আমরা এটি অন্তর্ভূক্ত করবো ইউনেস্কোর বেঁধে দেওয়া সময়সীমার মধ্যেই।

বিএনসিইউ-এর ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল জনাব জুবাইদা মান্নান বলেন, এই মতামত সভার মাধ্যমে আমরা বাংলাদেশের সাগর সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের একত্রিত করেছি মূলতঃ Ocean Literacy-এর মাধ্যমে সাগরকে শিশুদের সাথে সুন্দর ও সহজভাবে পরিচয় করে দিয়ে ভবিষ্যতে একটি টেকসই ও শক্তিশালী ব্লু ইকোনমির দ্বার উন্মোচন করতে। যা আমাদের Goal ২০৪১ এর মধ্যে Smart Bangladesh গড়তে সাহায্য করবে।